* পাশ্চাত্য দর্শন ও ভারতীয় দর্শনের মধ্যে সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর। (Discuss the common characteristics of Philosophy and Darsana.)

=> পাশ্চাত্য দর্শন ও ভারতীয় দর্শনের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি-

'ফিলসফি' শব্দের অর্থ দর্শন:- 'দর্শন' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল 'দেখা' বা 'জানা', কিন্তু যেকোনো দেখা বা জানা দর্শন পদবাচ্য নয়। 'দর্শন' শব্দের অর্থ কিছুটা সঙ্কুচিত করে বলা যায় যে, দর্শন হল সত্যকে জানা, যা সত্য তা-ই তত্ত্ব, সুতরাং তত্ত্বকে জানাই হল দর্শন। ভারতীয় দর্শন এবং পাশ্চাত্যের ফিলসফি উভয়ের লক্ষ্য হল সত্য বা তত্ত্বকে জানা। এইজন্য পাশ্চাত্যের 'ফিলসফি' কে ভারতে 'দর্শন' বলে অভিহিত করা হয়।

উৎসের দিক থেকে সাদৃশ্য:- কোনো একটি মূলগ্রন্থ থেকে উভয় দর্শনের আবির্ভাব, বেদ ভারতীয় দর্শনের আকর গ্রন্থ, বেদ অনুসরণ করে অথবা বেদের বিরোধিতা করে ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়গুলির আবির্ভাব হয়েছে। অনুরূপভাবে, গ্রিক দার্শনিক চিন্তাধারা-সমগ্র ইউরোপীয় দার্শনিক চিন্তাধারার ভিত্তিপথ রচনা করে দিয়েছে, গ্রিক দর্শনের সমালোচনা করে অথবা বিস্তার ঘটিয়ে আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন আত্মপ্রকাশ করেছে,

পাশ্চাত্য দর্শন ও ভারতীয় দর্শনের মূল সমস্যা এক:- দর্শনের মূল সমস্যা ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দার্শনিকদের দৃষ্টিতে এক, মূল দার্শনিক সমস্যাগুলি হল:- মানুষের প্রকৃত স্বরূপ কী? জীবনের শেষ কী? মানুষ যে জগতে বাস করে তার স্বরূপ কী? জগতের কি কোনো চেতন স্রষ্টা আছে? ইত্যাদি। সব সভ্যতার উষালগ্ন থেকে প্রশ্নগুলি-দুদেশের দার্শনিকদের ভাবিয়ে তুলেছে। বিভিন্ন দেশের দার্শনিকরা সমস্যাগুলির আলোচনা প্রায় একইভাবে করেছেন,

Scanned with CamScanner